প্রথম আলো

তারিখ ..17..FEB.2009...
পৃঃ ...8... কলাম...8...

সুষ্ঠু পরিবেশে এসএসসি পরীক্ষা

রবিবার সারাদেশে একযোগে শুরু হইয়াছে এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা। দেশের ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইবারের পরীক্ষায় সর্বমোট ১০ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪৮৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ লইতেছে। প্রথম দিনে ইংরেজি প্রথমপত্রের পরীক্ষায় বহিষ্কারের হার অন্যান্য বৎসরের তুলনায় কম, মাত্র ৭৯ জন। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ও নকলের প্রবণতা দিন দিনই কমিতেছে। তবে দায়িত্বে অবহেলা কিংবা নকলে সহায়তা করিবার অভিযোগে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে ৫ শিক্ষককে। অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষকদের অধিক সচেতন হওয়া প্রয়োজন। তবে সর্বাধিক উদ্বেগজনক ঘটনা হইল, বিপুলসংখ্যক এসএসসি পরীক্ষার্থীর ঝরিয়া পড়া। প্রথমদিন মোট ৫ হাজার ৭৮০ জনের অনুপস্থিতি প্রকারান্তরে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতাকেই তুলিয়া ধরে বৈকি। প্রকৃতপক্ষে এহেন ঝরিয়া পড়া শুরু হয় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা হইতেই। সেই ক্ষেত্রে ১ম-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়িতে পড়িতে শতকরা ৪৮ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ঝরিয়া পড়ে বলিয়া জানা যায়। কিন্তু একটানা দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ সমাপনান্তে ফাইনাল পরীক্ষার ঠিক পূর্বমুহূর্তে শিক্ষার্থীদের পড়িবার পিছনে কি কারণ রহিয়াছে উহাও খুঁজিয়া বাহির করা প্রয়োজন। ইহা কেবল সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী বা অভিভাবকদের ক্ষতি নহে দেশেরও ক্ষতি। শিক্ষামন্ত্রীসহ শিক্ষা বোর্ডসমূহের পদস্থ কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদরা বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও চাহি যে, সম্পূর্ণ নকলমুক্ত, সুষ্ঠু, অনুকূল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হউক এসএসসি, এইচএসসিসহ সকল ধরনের পরীক্ষা। এইবারে মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশে সুশৃঙ্খল অবস্থায় পরীক্ষা দিতে পারিয়া শিক্ষার্থীরাও তাহাদের আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে কার্পণ্য করে নাই। প্রশ্নও নাকি তুলনামূলক সহজ হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত পরীক্ষাগুলো শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। নকলমুক্ত পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে পাবলিক পরীক্ষা হউক— উহা সকলেরই প্রত্যাশা। পাবলিক পরীক্ষায় নকলের মহোৎসব থামাইতে সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় আইন-শৃংখলা বাহিনীর সহায়তায় যেই অব্যাহত প্রয়াস চালাইতেছে উহা প্রশংসনীয়। ইহা সত্য যে, শিক্ষার ভিত মজবুত হইলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতিও ত্বরান্বিত হইবে। এই ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অধিক মনোযোগী ও দায়িত্বশীল হইতে হইবে। সুষ্ঠুভাবে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণের যেই পদক্ষেপ লওয়া হইয়াছে, শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নেও অনুরূপ পদক্ষেপ লওয়া হইলে আমাদের শিক্ষার ভিত্তি হইত সুদৃঢ়। ইতিমধ্যে অভিভাবক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয় ও গ্রুপ সিলেকশনে নূতন প্রবণতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবর্তে এখন বিজনেস স্টাডিজ ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ বাড়িতেছে। বর্তমান বিশ্বের বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির সহিত তাল মিলাইয়া যে শিক্ষার্থীরা বিজনেস স্টাডিজের দিকে ঝুঁকিতেছে, উহাতে সন্দেহ নাই। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়িবার লক্ষ্যে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার প্রতিও সবিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। আমাদের শিক্ষা কারিকুলামও সমসাময়িক আন্তর্জাতিক শিক্ষা কারিকুলামের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হউক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরীর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিসরে শিক্ষার্থীরা নিজেদের যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলুক— ইহাই প্রত্যাশা। প্রতিটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিবিড় পাঠদান নিশ্চিত করিতে হইবে, যাহাতে শহর ও গ্রামে পরীক্ষার ফলাফলে বড় ধরনের কোন পার্থক্য না ঘটে। সেই লক্ষ্য অর্জন করিতে হইলে গ্রামের স্কুল-কলেজগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ জোগাইবার বিকল্প নাই। তবে এইবারও পরীক্ষার্থীদের জন্য যেই সমস্যাটি ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে উহা হইল লোডশেডিং। বিদ্যুতের অভাবে পরীক্ষার্থীদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিও ব্যাহত হইয়াছে। সেই ক্ষতির দায় কে লইবে? আমরা জাতির সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি চাহি— অথচ বিদ্যুৎ সমস্যা দূর করা না হইলে উন্নতি হইবে কিভাবে? এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে সারাদেশে নির্বিঘ্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট হইবে আশা করি।